"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সূত্র নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/মুখপাত্র(৫ম খন্ড)/২০১৯/৩০৩ তারিখঃ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১২ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ স্টক এক্সচেঞ্জে সরকারি সিকিউরিটিজ লেনদেনের মাধ্যমে একটি প্রাণবন্ত (vibrant) বন্ড মার্কেট গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

অদ্য ১২ জুন ২০২২, বেলা ১২.০০ টায় অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্টক এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং প্লাটফরমে সরকারি সিকিউরিটিজ লেনদেন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এবং সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন জনাব রেহানা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব, (টিডিএম) অর্থ বিভাগ। এছাড়াও স্টক এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং প্লাটফরমে সরকারি সিকিউরিটিজ লেনদেন চালুকরণ কার্যক্রম বিষয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে যৌথভাবে একটি উপস্থাপনা পেশ করেন জনাব শেখ মোঃ লুৎফুল কবির, অতিরিক্ত পরিচালক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে বক্তব্য প্রদান করেন, ডঃ শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ, কমিশনার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, জনাব কাজী ছাইদুর রহমান, ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনাব শুভ্র কান্তি চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড, জনাব আব্দুস সালাম শিকদার, চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ লিমিটেড, জনাব আসিফ ইব্রাহিম, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এবং জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান, চেয়ারম্যান, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী সকল পক্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর প্রদান করেন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর পরিচালক জনাব মোঃ আবুল কালাম, বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিচালক (ডিএমডি) জনাব খন্দকার সিদ্দিকুর রহমান, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তারিক আমিন ভূইয়া, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ গোলাম ফারুক এবং সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শুভ্র কান্তি চৌধুরী, সমঝোতা স্মারকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। জনাব সলীম উল্লাহ উল্লেখ করেন যে, সরকারি সিকিউরিটিজ এর সেকেন্ডারী ট্রেডিং বর্তমানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। তবে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরকারি সিকিউরিটিজ পুঁজিবাজারে সেকেন্ডারী ট্রেডিং এর সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে, একটি প্রাণবন্ত (vibrant) বন্ড মার্কেট তৈরি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 E-mail : info@sec.gov.bd Web : www.sec.gov.bd

প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ। সভার প্রধান অতিথি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, পুঁজিবাজার এবং মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির আরো উন্নতি হবে। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের এই যৌথ পদক্ষেপকে একত্রে কাজ করার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেন। সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারী লেনদেন স্টক এক্সচেঞ্জ প্লাটফরমে করার মাধ্যমে একটি প্রাণবন্ত (vibrant) বন্ড মার্কেট গড়ে উঠবে এবং পুঁজিবাজারের বাজার মূলধন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, একটি প্রাণবন্ত (vibrant) বন্ড মার্কেট গড়ে উঠলে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরতা কমে আসবে এবং Non-performing Loan (NPL) ও কমে আসবে। বর্তমান ১৬% Market cap. to GDP ratio কে দ্বিগুন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরো আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ভবিষ্যতেও একত্রে সমন্বয় ও পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে যাবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা BOID-র মাধ্যমে সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় করতে পারবেন যা অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। সাধারণ বিনিয়োগকারীরা আমাদের পুঁজিবাজারের স্টক ব্রোকারের মাধ্যমে সরকারি সিকিউরিটিজ BOID-তে ক্রয় বিক্রয় করতে সক্ষম হবেন। পুঁজিবাজারে লেনদেনকৃত সরকারি সিকিউরিটিজ এর অভিহিত মূল্য হবে ১০০ টাকা এবং মার্কেট লট হবে ১০০০ অর্থাৎ ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা অভিহিত মূল্যের সরকারি সিকিউরিটিজ স্টক এক্সচেঞ্জ প্লাটফরমে লেনদেন করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিনিয়োগকারীরা yield অথবা price দর উল্লেখপূর্বক সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় করতে পারবেন। বিক্রেতা বিক্রয়মূল্যের সাথে accrued interest/profit ও পাবেন এবং ক্রেতা বা বন্ডহোল্ডার কুপন ডেট-এ কুপনের অর্থ ব্যাংক একাউন্টে BEFTN এর মাধ্যমে জমা পাবেন। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতার কারো ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সাধারণ বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিও তে সরকারি সিকিউরিটিজ এর মতো ঝুঁকিবিহীন সিকিউরিটিজ অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন, ফলে বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিও ঝুঁকি কমে যাবে।সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে আভ্যন্তরীণ খাত হতে অর্থ সংগ্রহের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। ফলে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা কমে আসবে। এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারে একটি প্রাণবন্ত বন্ড মার্কেট তৈরী হবে এবং বাজার মূলধন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। সরকারি সিকিউরিটিজ সেকেন্ডারি বা স্টক এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং প্লাটফরমে লেনদেনের কারণে বিভিন্ন মেয়াদের বন্ডের yield curve পাওয়া যাবে। এই yield curve এর ভিত্তিতে অন্যান্য বন্ডের কুপন অথবা সুদহার/লভ্যাংশ নির্ধারণ করা সহজ হবে এবং yield curve এর ভিত্তিতে বিভিন্ন মেয়াদের বন্ডের ভবিষ্যত সুদহার/লভ্যাংশ প্রাক্কলন করা যাবে।

12-06-2022
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র